হজ্জ ও উমরাহ সহায়িকা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

হজ ও উমরাহ সহায়িকা

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০২৩

পৃষ্ঠপোষকতায় : জনাব মো: ফরিদুল হক খান এমপি, প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জনাব কাজী এনামুল হাসান এনডিসি, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায় : কাজী এনামুল হাসান এনডিসি, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনায় : জনাব মো: মতিউল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুদ্রণে : বিজি প্রেস, ঢাকা

Hajj & Umrah Guide

A Handbook on Hajj and Umrah for Pilgrims

Published on : April 2023

Patroned by : Mr. Md. Faridul Haque Khan MP, Honorable State Minister Ministry of Religious Affairs
Kazi Enamul Hasan ndc, Secretary, Ministry of Religious Affairs

Published by : Kazi Enamul Hassan ndc, Secretary, Ministry of Religious Affairs
Government of The People's Republic of Bangladesh

Edited by : Md. Matiul Islam, Additional Secretary (Hajj), Ministry of Religious Affairs.

Printed by : BG Press, Dhaka

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

হজ্জ ও উমরাহ সহায়িকা প্রস্তুত কমিটি:

১.	জনাব মো. মতিউল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	আহ্বায়ক
২.	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, বিমানবন্দর, ঢাকা	সদস্য
৩.	জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন, উপসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৪.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম, উপসচিব (হজ অধিশাখা), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৫.	হাফেজ মাওলানা মুফতি মো. মিযানুর রহমান, সিনিয়র পেশ ইমাম, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা	সদস্য
৬.	জনাব মাওলানা ওমর ফারুক, ইমাম, সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৭.	জনাব মাওলানা ইয়াকুব শরাফতী, সিনিয়র সহ-সভাপতি, হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), সাত্তারা সেন্টার, নয়াপল্টন, ঢাকা	সদস্য
৮.	জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন, উপসচিব (হজ-১), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কম্পিউটার কম্পোজ : (ক) জনাব রাসেল মামুদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(খ) জনাব মো: আব্দুস সালাম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। যিনি শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম সকল মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য হজ ফরয করেছেন। হজ প্রত্যেক ধর্ম প্রাণ মুসলমানের পরম আকাঙ্খার ইবাদত। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন: "মাবরুর হজ তথা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়" (বুখারি ও মুসলিম)। কবুল হজের মাধ্যমে মুমিনের নতুন জীবনের সূচনা ঘটে।

হজ একটি কষ্টসাধ্য ও আর্থিক ইবাদত। হজে যাওয়ার আর্থিক ও শারীরিক সক্ষমতা থাকতেই প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর হজে যাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নিকট তাওফিক কামনা করা উচিৎ। হজ জীবনে একবারই ফরয, ফলে এই আমলের জন্য প্রয়োজনীয় দোয়া, দরুদ, মাসআলা, নিয়ম-পদ্ধতি সবকিছু আল্লাহর দেয়া বিধান মতে হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় দোয়া, দরুদ আরবিতে শেখা এবং শুদ্ধভাবে আমল করা জরুরি। তবে সাধারণ মুসলমানের জন্য অনেক বেশী দোয়া দরুদ অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে শিখে শুদ্ধভাবে আমল করা সম্ভব হয় না। তাই সাধারণ মুসলমানের প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞ আলেমদের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত তবে প্রয়োজনীয় সকল দোয়া-দরুদ, মাসআলা-মাসায়েল সন্নিবেশ করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ইতোপূর্বে প্রকাশিত হজ, উমরাহ ও যিয়ারত শিরোনামের নির্দেশিকাটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে "হজ উমরাহ সহায়িকা" নামে প্রকাশ করা হলো। আশা করি এ সহায়িকাটি হজ ও উমরাহ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উপকারে আসবে।

মহান আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলের সহায় হউন, আমীন।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	উমরাহ পালন অধ্যায়	
১.১	উমরাহ পরিচিতি	
১.২	উমরাহ'র ফজিলত	
১.৩	উমরাহ'র বিধান	
১.৪	উমরাহ'র ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ	
১.৫	উমরাহ'র নিয়ত	
২.০	ইহরাম	
২.১	ইহরাম বাঁধার ক্ষেত্রে করণীয়	
২.২	মিকাত পরিচিতি ও মিকাতসমূহ	
২.৩	বাংলাদেশ থেকে হজ ও উমরাহ গমনকারীদের মিকাত	
৩.০	তালবিয়াহ'র শব্দ	
৩.১	তালবিয়াহ'র ফজিলত ও তালবিয়াহ পড়ার বিধান	
৪.০	ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী	
৪.১	ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের প্রতিকার	
৪.২	দম ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ	
৫.০	হজ পালন অধ্যায়	
৫.১	হজ পরিচিতি	
৫.২	হজ ফরজ হওয়ার শর্ত	
৫.৩	হজের ফজিলত, বিধান ও হজের প্রকারভেদ	
৫.৪	হজের নিয়ত	
৫.৫	হজের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ	
৬.০	এক নজরে হজের ধারাবাহিক আমল	
৭.০	বদলী হজ	
৭.১	বদলী হজের পরিচয় ও বিধান	
৭.২	বদলী হজের নিয়ম	
৭.৩	হজের সফরে নামাজ পূর্ণ বা কসর করা	
৮.০	তাওয়াফ	
৮.১	তাওয়াফের নিয়ত	
৮.২	তাওয়াফের নিয়ম	
৯.০	সা'ঈ	
৯.১	সা'ঈ এর নিয়ত	
৯.২	সা'ঈ এর নিয়ম	
১০.০	মক্কা-আল মুকাররামায় দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান	
১১.০	মক্কা শরীফের দর্শনীয় স্থানসমূহ	
১২.০	মদিনাহ আল মুনাওয়ারাহ	
১২.১	মাসজিদুন নববী	
১২.২	রওজা মোবারকে সালাম পেশ	
১৩.০	মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ	
১৩.১	জান্নাতুল বাকি	
১৪.০	কবর যিয়ারতের দোয়া	

প্রথম অধ্যায়

উমরাহ পালন

উমরাহ পরিচিতি:
উমরাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিদর্শন করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মিকাত হতে ইহরাম বেঁধে শরিয়াহ নির্দেশিত পন্থায় পবিত্র কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করাকে উমরাহ বলে।

উমরাহ'র ফজীলত:
হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "এক উমরাহ'র পর আরেক উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী গুনাহের কাফফারা স্বরূপ" (বুখারী-১৭৭৩ ও মুসলিম-১৩৪৯)।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "তোমরা অধিক পরিমাণে হজ এবং উমরাহ করো। কেননা এ দুটো দরিদ্রতা ও গুনাহকে সেভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, কামারের হাপর যেভাবে লোহা থেকে ময়লাকে দূরীভূত করে দেয়" (নাসাঈ- ২৬৩০)।

উমরাহ'র বিধান:
১। সামর্থবান মুসলমানের ওপর জীবনে একবার উমরাহ পালন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।
২। ৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত হজের এ ৫দিন উমরাহ করা মাকরূহ।

উমরাহ'র ফরজ দু'টি যথা-
১। ইহরাম বাঁধা
২। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা।

উমরাহ'র ওয়াজিব দু'টি যথা-
১। সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করা
২। মাথার চুল মুন্ডন করা বা ছোট করা।

উমরাহ'র সুন্নাতসমূহ:
- পুরুষের তাওয়াফে ইজতেবা এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করা।
- তাওয়াফ শুরু করার সময় হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ ও চুম্বন করা। অপারগ হলে উভয় হাত উত্তোলন করে তাকবীর বলে হাজরে আসওয়াদের উপর রাখার মত ইশারা করা।
- তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে কিংবা মাতাফে অথবা মসজিদুল হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের দু'রাকাআত সালাত আদায় করা।
- সালাত শেষে যমযমের পানি পান করা।
- সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ চিহ্নিত স্থানটিতে পুরুষের মধ্যম গতিতে দৌড়ে চলা।

উমরাহ'র নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ

নিয়তের অর্থ: "হে আল্লাহ আমি উমরাহ পালনের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।

ইহরাম প্রসঙ্গ

ইহরাম পরিচিত: ইহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ করা। শরীয়তের পরিভাষায় হজ বা উমরাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির মিকাত থেকে হজ বা উমরাহ'র নিয়তে তালবিয়াহ পাঠের মাধ্যমে হজ বা উমরাহ'র কার্যাবলীতে প্রবেশ করাকে ইহরাম বলে। ইহরাম সম্পাদনকারীকে মুহরিম বলে। ইহরাম অবস্থায় অনেক হালাল কাজও মুহরিমের জন্য হারাম হয়ে যায়।

ইমরাম বাঁধার ক্ষেত্রে করণীয়:

- হাত-পায়ের নখ কাটা, বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা, গোঁফ ছোট করা ।
- ইহরামের জন্য গোসল বা মিসওয়াকসহ ওযু করা।
- পুরুষের ইমরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।
- ইহরামের পোশাক অর্থাৎ পুরুষের সেলাইবিহীন দু'টি চাদর এবং মহিলাদের শরিয়ত সম্মত স্বাভাবিক পোষাক পরিধান।
- দু'রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করে হজ বা উমরাহ'র নিয়ত করা।
- পুরুষের উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা।
- মিকাত অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম বাঁধা। যে সকল হজযাত্রী ঢাকা হতে সরাসরি মদিনার উদ্দেশ্যে গমন করবেন তাদের ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হওয়ার প্রয়োজন নেই। মদিনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় মিকাত অতিক্রম করার পূর্বে ইহরাম বাঁধবেন।

মিকাত পরিচিতি:
হজ বা উমরাহ গমনকারীদের ইহরাম বাঁধার জন্য শরিয়াহ নির্দিষ্ট স্থানকে মিকাত বলা হয়। ইহরাম ব্যতীত মিকাত অতিক্রম করলে দম ওয়াজিব হয়।

মিকাতসমূহ:

১। **ইয়ালামলাম:** ইয়েমেন এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মিকাত।

২। **জুল-হুলাইফাঃ** মদীনাবাসী এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মিকাত।

৩। **যাতু ইর্ক:** ইরাকবাসী এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মিকাত।

৪। **কারনুল মানাযিল:** এটি তায়েফ এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মিকাত।

৫। **আয-যুহফাহ:** সিরিয়াবাসী এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মিকাত।

৬। **হিল্ল:** মিকাত এবং হারাম এর মধ্যর্বতী স্থানকে হিল্ল বলা হয়। উক্ত স্থানের অধিবাসীরা সেখান থেকে হজ বা উমরাহ'র ইহরাম বাঁধেন। হিল্ল হারাম এলাকার অধিবাসীদের উমরাহ'র মিকাত।

৭। **হারাম:** মক্কাবাসী এবং তামাত্তু হজ আদায়কারীগণের হজের মিকাত হলো হারাম এলাকা।

৮। **জেদ্দা সমুদ্র বন্দর:** সমুদ্র পথে আগমনকারী হজ এবং উমরাহযাত্রীদের মিকাত জেদ্দা সমুদ্রবন্দর।

বাংলাদেশ থেকে হজ ও উমরাহ গমনকারীদের মিকাত:

- **আকাশ পথের মিকাত:** বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে হজ এবং উমরায় গমনকারীদের বহনকারী বিমান সাধারণত 'কারনুল মানাজিল' বা 'যাতু ইর্ক' নামীয় মিকাত অতিক্রম করে বিধায় হাজীসাহেবগণ উক্ত স্থান অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম বাঁধবেন।
- **জলপথের মিকাত:** জেদ্দা সমুদ্র বন্দর।
- **স্থলপথের মিকাত:** বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে গমনকারীদের মিকাত হলো 'ইয়ালামলাম'।

তালবিয়াহ

তালবিয়াহ'র শব্দ:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

উচ্চারণ-"লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা, লা-শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা-শারিকা লাক"।

অর্থ: আমি হাজির! হে আল্লাহ, আমি হাজির। আপনার আহবানে সাড়া দিয়ে আমি হাজির, আপনার কোনো অংশীদার নেই। আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি হাজির। সমস্ত প্রসংশা, নিআমতসমূহ, এবং একচ্ছত্র রাজত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।

তালবিয়াহ'র ফজীলত: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জিব্রাইল (আ:) এসে আমাকে বললেন-"হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথীদের উচ্চস্বরে তালবিয়াহ পাঠের নির্দেশ দিন। কেননা তা হজের অন্যতম নিদর্শন" (মুসনাদে আহমাদ-২১৬৭৮)।
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "কোনো মুসলিম তালবিয়াহ পাঠ করলে ডানে-বামে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকে" (তিরমিযি-৮২৮)।

তালবিয়াহ পড়ার বিধান:

- ইহরাম বাঁধার সময় নিয়তের সাথে তালবিয়াহ পাঠ করা আবশ্যক।
- পুরুষদের উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা। মনে মনে পাঠ করলে আদায় হবেনা।
- তালবিয়াহ একাধারে তিনবার পাঠ করা উত্তম।
- প্রত্যেক স্থান পরিবর্তনে তালবিয়াহ পাঠ করা উত্তম।
- উমরাহ'র ইহরামধারীগণ বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবেন।
- হজের ইমরামধারীগণ ১০ জিলহজ জামারাতে পৌঁছে কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবেন।
- তালবিয়াহ'র শব্দগুলো তিন ভাগে ভাগ করে পড়া উত্তম।

নিষিদ্ধ কার্যাবলী প্রসঙ্গ

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

- আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।
- চুল ও নখ কাটা, শিকার করা।
- পুরুষের সেলাই করা পোষাক পরিধান করা।
- পুরুষদের জন্য পায়ের মধ্যবর্তী উচুঁ হাড় ঢাকা পড়ে এমন জুতা পরা।
- পুরুষদের মাথা ও মুখমন্ডল আচ্ছাদিত করা এবং মহিলাদের চেহারাতে কাপড় লেগে থাকা।
- মহিলাদের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ পুরুষদের মত একই। তবে তাদের জন্য জুতা, মোজা ও হিজাব পরা জায়েজ। হায়েয ও নেফাস অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জায়েজ, কিন্তু এ অবস্থায় ইহরামের নামাজ পড়া যাবেনা। মহিলাগণ গায়রে মাহরামের সামনে চেহারা ঢেকে রাখবেন, তবে কাপড় যেন চেহারার সাথে লেগে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

ইহরাম অবস্থায় মাকরুহ কাজসমূহ:

শরীর হতে ময়লা দূর করা, চুল-দাড়ি আঁচড়ানো, চুল-দাড়ি হতে উকুন পড়ে যেতে পারে এমনভাবে চুলকানো, বালিশের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শোয়া।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের প্রতিকার:

বাদানাহ/বুদনা: ইহরাম অবস্থায় বড় ধরনের যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে গরু বা উট জবাই করা আবশ্যক হয়, তাকে বাদানাহ/বুদনা বলে।

দম: ইহরাম অবস্থায় বড় ধরনের যে সকল ভুল-ত্রুটির কারণে বকরি বা দুম্বা বা ভেড়া জবাই করা ওয়াজিব হয়, তাকে দম বলে।

সাদাকাহ: ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে এক ফিতরা তথা সর্বনিম্ন ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা তার মূল্য দান করা আবশ্যক হয়, তাকে সাদাকাহ বলে।

সামান্য সাদাকাহ: ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে এক মুষ্ঠি গম বা একটি রুটি পরিমাণ সামগ্রী দান করা আবশ্যক হয়, তাকে সামান্য সাদাকাহ বলে।

বাদানাহ, দম ও সাদাকাহ ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ:

- ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করলে পুনরায় মিকাতে ফিরে এসে ইহরাম বেঁধে নেওয়া আবশ্যক, অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।
- বিশেষজ্ঞ অনেক আলেমের মতে, ইহরাম অবস্থায় তিন বা ততোধিকবার সুগন্ধিযুক্ত সাবান বা শ্যাম্পু বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত বা মাথা ধৌত করলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম ব্যবহার করলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে। একইভাবে ইহরাম অবস্থায় তিন বা ততোধিকবার সুগন্ধিযুক্ত তেল বা ক্রিম বা লোশন হাত, পা, মাথা বা অন্য যে কোন পূর্ণঅঙ্গে ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম ব্যবহার করলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় শরীরের যে কোনো বড় অঙ্গ যেমন, মাথা, হাত, পা, চেহারা ইত্যাদিতে সুগন্ধি ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম পরিমাণ হলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় একটি পূর্ণ দিবস অথবা একটি পূর্ণ রাত মাথা কিংবা চেহারার চার ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়ে বেশি অংশ ঢেকে রাখলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম সময়ের জন্য হলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় একই বৈঠকে এক হাত অথবা এক পায়ের সবগুলো নখ কাটলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় বিপরীত লিঙ্গের কাউকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় উকূফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে হজ নষ্ট হয়ে যাবে এবং একটি দম ওয়াজিব হবে। এতদসত্বেও তাঁকে হজের যাবতীয় কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং পরবর্তীতে উক্ত হজ পুনরায় আদায় করতে হবে।
- সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান থেকে বের হয়ে গেলে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে না এলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় ওকূফে আরাফার পরে ও মাথার চুল মুন্ডানোর আগে সহবাস করলে হজ বাতিল হবে না, তবে একটি বাদানাহ তথা পুরো একটি গরু বা উট জবাই করা ওয়াজিব হবে।
- যিলহজের ১০ তারিখের কংকর নিক্ষেপ ঐ তারিখের সুবহে সাদিক থেকে ১১ তারিখের সুবহে সাদিকের মধ্যে সম্পন্ন না করলে দম ওয়াজিব হবে।
- পাথর নিক্ষেপের আগে কুরবানী করলে দম ওয়াজিব হবে।
- হলকের পরে তাওয়াফে যিয়ারতের আগে স্ত্রী সহবাস করলে দম ওয়াজিব হবে।
- মহিলাদের হায়েজ-নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। তবে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হায়েজ-নিফাস চলমান থাকলে ঐ অবস্থাতেই তিনি ফরজ তাওয়াফ আদায় করবেন। এ কারণে তার ওপর একটি বাদানাহ ওয়াজিব হবে।
- ফরজ তাওয়াফ বিনা অজুতে করে ফেললে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব, নচেৎ দম ওয়াজিব হবে।

- সাফা-মারওয়ার সা'ঈ আদায় না করলে দম ওয়াজিব হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- যে ক্ষেত্রে দম দেওয়া ওয়াজিব হয়, সে ক্ষেত্রে প্রাণিটি হারামের সীমানার মধ্যেই জবাই করে গোশত বিলিয়ে দিতে হবে। এ গোশত নিজে কিংবা স্বচ্ছল কেউ খেতে পারবে না।
- সাদাকাহ ওয়াজিব হলে তাও হারামের সীমানার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রায় আদায় করা আবশ্যক।
- দম ওয়াজিব হয়, এমন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উক্ত ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবাহ-ইস্তেগফার করা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হজ পালন

হজ পরিচিতি: হজের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজের জন্য নির্ধারিত দিনসমূহে তথা ৮ থেকে ১২ জিলহজ তারিখে বাইতুল্লাহ, মিনা, আরাফাহ, মুযদালিফাহ, জামারাহ ও সাফা-মারওয়ায় শরিয়াহ নির্দেশিত বিধানাবলী পালন করাকে হজ বলে।

হজ ফরজ হওয়ার শর্ত:

- মুসলমান হওয়া।
- স্বাধীন হওয়া।
- বালেগ তথা শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
- শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং সক্ষম হওয়া।
- আর্থিকভাবে সামর্থবান হওয়া অর্থাৎ হজের আনুষ্ঠানিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে যাতায়াত ব্যয়, সেখানে থাকাকালীন খরচাদি এবং হজ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার পরিজনের আবাসন ও আবশ্যকীয় ভরণ পোষণের সঙ্গতি থাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

শরিয়তের বিধান অনুসারে মহিলাদের হজের সফরে স্বামী কিংবা মাহরাম সফরসঙ্গী থাকা আবশ্যক।

হজের ফজীলত:

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ করল এবং হজ পালনকালে কোন ধরনের অশালীন কথা ও কাজ কিংবা কোন গুনাহে লিপ্ত হলো না, সে যেন নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যার্বতন করল। (বুখারী-১৫২১ ও মুসলিম-৩১৮৩)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, এক ওমরাহ'র পর আরেক ওমরাহ উভয়ের মধ্যর্বতী গুনাহের কাফফারা। তিনি আরও বলছেনে, "মাবরুর হজ বা মকবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।" (বুখারী-১৭৭৩ ও মুসলিম-১৩৪৯/ ৩১৮০)।

হজের বিধান:

সামর্থবান মুসলমানের ওপর জীবনে একবার হজ পালন করা ফরজ। কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরজ হওয়ার পর তিনি দরিদ্র হয়ে পড়লেও হজের ফরজ রহিত হয় না। হজ ফরজ হওয়ার পর শারীরিকভাবে অক্ষম হলে কিংবা যাতায়াত পথ নিরাপদ না হলে অথবা মহিলা মাহরাম সফরসঙ্গী না পেলে অপেক্ষা করবেন, প্রয়োজনে বদলি হজ করাবেন।

হজের প্রকারভেদ: হজ তিন প্রকার; যথা: ইফরাদ, তামাত্তু ও ক্বিরান

১. **ইফরাদ হজ:** শুধু হজের নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ সম্পাদন করা। এ হজে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ করা সুন্নাত, পশু কোরবানী করা ঐচ্ছিক।

২. **তামাত্তু হজ:** প্রথমে শুধু উমরাহ'র নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধে উমরাহ পালন করা। পরর্বতীতে হজের নিয়তে পুনরায় ইহ্‌রাম বেঁধে হজ পালন করা। তামাত্তু হজে পশু কোরবানি করা ওয়াজিব।

৩. **ক্বিরান হজ:** একই সঙ্গে হজ এবং উমরাহ পালনের নিয়তে ইহরাম বেঁধে উমরাহ ও হজ সম্পাদন করা (উমরাহ'র পরে হালাল না হওয়া)। ক্বিরান হজে পশু কোরবানি করা ওয়াজিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ইফরাদ হজকারী মক্কায় এসে প্রথম যে তাওয়াফ আদায় করেন তাকে তাওয়াফে কুদুম বলে। ক্বিরান হজ ও তামাত্তু হজে ওমরাহ'র উদ্দেশ্যে যে তাওয়াফ করা হয়, তা-ই তাওয়াফে কুদুমের স্থলাভিষিক্ত।

হজের নিয়তসমূহ:

ইফরাদ ও তামাত্তু হজের নিয়ত:

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ.

" হে আল্লাহ, আমি হজ পালনের নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন"।

কিরান হজের নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِيْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّيْ.

"হে আল্লাহ আমি হজ এবং ওমরাহ পালনের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য উভয় আমল সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন"।

হজের ফরজ তিনটি, যথা:

(১) ইহরাম বাঁধা।
(২) উকুফে আ'রাফা (আরাফার ময়দানে অবস্থান)।
(৩) তাওয়াফে যিয়ারাহ (ফরজ তাওয়াফ)।

হজের ওয়াজিব ৬টি, যথা:

১। ৯ যিলহজ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা।
২। ১০ যিলহজ বড় জামারায় ৭টি এবং ১১ ও ১২ যিলহজ ৩টি জামারায় ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করা। ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করা সম্ভব না হলে ১৩ যিলহজ ৩টি জামারায় ৭টি করে ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।
৩। ক্বিরান ও তামাত্তু হজে দমে শোকর বা কুরবানি করা।
৪। হলক অথবা কসর করা তথা পুরুষের মাথার চুল মুন্ডানো কিংবা ছোট করা (চুল মুন্ডানো উত্তম) এবং মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের ১ কর পরিমাণ কাটা।
৫। সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করা।
৬। মিকাতের বাহিরের অঞ্চল হতে আগমনকারীগণের বিদায়ী তাওয়াফ করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

(ক) ওয়াজিবসমূহের কোনটি ছুটে গেলে দম দেওয়া ওয়াজিব।
(খ) ১০ যিলহজের আমলের (বড় জামারায় পাথর নিক্ষেপ, কোরবানি ও হলক) ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও ওয়াজিব।

হজের সুন্নাতসমূহ:

- ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা।
- পুরুষদের সাদা রঙের ইহরামের কাপড় পরিধান করা।
- অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করা।
- ইফরাদ হাজীদের তাওয়াফে কুদুম করা।

- ৮ যিলহজ যোহর হতে ৯ যিলহজ ফজর পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায় করা।
- ৮, ১০ ও ১১ যিলহজ দিবাগত রাতে মিনায় রাত্রিযাপন।
- ৯ যিলহজ সূর্যোদয়ের পরে মিনা থেকে আরাফায় গমন করা।
- উকূফে আরাফার উদ্দেশ্যে গোসল করা।
- মুযদালিফায় সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করা।
- ছোট ও মধ্যম জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর দোয়া করা।
- যে তাওয়াফের পরে সা'ঈ আছে, সে তাওয়াফে পুরুষদের ইজতেবা ও প্রথম তিন চক্করে রমল করা।
- সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ চিহ্নিত স্থানটি পুরুষদের দৌড়ে অতিক্রম করা।

এক নজরে হজের ধারাবাহিক আমল

৭ যিলহজ:

যোহর নামাযের পর ইমামুল হজ কা'বা শরীফে প্রথম খুতবা দেন। এ খুতবায় হজের বিধি-বিধান এবং ৫ দিনের কর্মসূচি উল্লেখ করা হয়। সম্ভব হলে উক্ত খুতবা শ্রবণ করা উত্তম।

৮ যিলহজ (ইয়াওমুত তারবিয়াহ):

হজের ইহরাম অবস্থায় পুরুষগণ উচ্চস্বরে এবং মহিলাগণ নিম্নস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মিনা অভিমুখে রওনা হবেন। ৮ তারিখ যোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। মিনায় মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করা উত্তম।

৯ যিলহজ (ইয়াওমু আরাফাহ):

- ফজরের নামাযের সালাম ফিরিয়ে তাকবীর-ই-তাশরীকের পর ৩ বার উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা (তাকবীর-ই-তাশরীক ৯ যিলহজ ফজর থেকে ১৩ যিলহজ আসরের নামায পর্যন্ত পড়া ওয়াজিব)।
- সূর্য উঠার পর দোয়া-তাকবীর-তাহলীল ও তালবিয়া পাঠ করতে করতে আরাফার দিকে রওয়ানা করা। সম্ভব হলে আরাফার ময়দানে জাবালে রহমতের কাছাকাছি অবস্থান করা এবং যোহর ও আসরের নামায মসজিদে নামিরায় জামাআতের সাথে আদায় করা উত্তম।
- আরাফার ময়দানে দোয়া-দুরুদ, নামায, তিলাওয়াত, জিকির ইত্যাদি আমলের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করা। সূর্যাস্তের পরে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হওয়া।
- মুজদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামাজ এক সাথে আদায় করা।
- রাতে মুযদালিফার মাঠ হতে মিনায় কংকর মারার উদ্দেশ্যে ৭০টি কংকর সংগ্রহ করা।

১০ যিলহজ (ইয়াওমুন নাহর):

- ১০ যিলহজ রাতে (৯ তারিখ দিবাগত রাত) মুযদালিফায় অবস্থান। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছুক্ষণ মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব।
- মুযদালিফা থেকে সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।
- মিনায় পৌঁছে জামরায়ে আকাবায় (বড় জামারায়) কংকর নিক্ষেপ। আল্লাহু আকবার বলে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত অংগুলিযোগে পর পর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করা। উল্লেখ্য, নিক্ষিপ্ত কংকর জামরার পিলার বা পিলারের বাউন্ডারির ভিতরে পৌঁছা জরুরি। নচেৎ তা পুনরায় নিক্ষেপ করতে হবে। কংকর নিক্ষেপের সময় নিচের দোয়াটি পড়া উত্তম:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ رَغَمًا لِلشَّيْطَانِ وَ رِضًا لِلرَّحْمٰنِ. اَللّٰهُمَ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا

উল্লেখ্য যে, শরিয়াহসম্মত ওযর এবং অসুস্থতা ছাড়া প্রতিনিধির মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করলে ওয়াজিব আদায় হয় না।

- কিরান ও তামাত্তু হজ পালনকারীর জন্য কংকর নিক্ষেপের পর কুরবানী করা।
- কুরবানীর পর পুরুষদের মাথার চুল মুন্ডানো বা ছোট করা ওয়াজিব। তবে চুল মুন্ডানো উত্তম। আর মহিলাদের মাথার চুলের অগ্রভাগ হতে কমপক্ষে আঙ্গুলের ১ কর পরিমাণ কাটা।
- হজের শেষ রুকন তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ফরজ তাওয়াফ। ১০ তারিখে সম্ভব না হলে ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই এ তাওয়াফ সম্পন্ন করা। অত:পর ওয়াজিব সা'ঈ সম্পাদন করা।

১১ ও ১২ যিলহজ: সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পরে ৩ জামারায় ৭টি করে ২১ টি কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব। প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর দোয়া করা উত্তম।

উল্লেখ্য: মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের আগে তাওয়াফুল বিদা বা 'বিদায়ী তাওয়াফ' করা ওয়াজিব।

বদলী হজ

বদলী হজের পরিচয় ও বিধান:

- হজ ফরজ হয়েছে এরুপ ব্যক্তি শারীরিকভাবে হজ আদায়ে অক্ষম হলে বা হজে যাতায়াত পথ নিরাপদ না হলে এবং মহিলাগণ হজে সফরসঙ্গী হিসেবে স্বামী অথবা মাহরাম না পেলে অন্য কারো দ্বারা হজ করানো ফরজ। উক্ত হজকে বদলী হজ বলে।
- কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে বদলী হজ করানোর অসিয়ত করে গেলে মৃত ব্যক্তির দাফন ও ঋণ পরিশোধের পর মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের দ্বারা হজ করানো সম্ভব হলে উক্ত অসিয়ত পূর্ণ করা ওয়ারিশগণের ওপর ওয়াজিব।

বদলী হজের নিয়ম:

- যে ব্যক্তির বদলী হজ করা হচ্ছে ইহরাম বাঁধার সময় তার পক্ষে বদলী হজ আদায়ের নিয়ত করতে হবে।
- বদলী হজের ক্ষেত্রে ইফরাদ হজ আদায় করা উত্তম। তবে তামাত্তু ও ক্বিরান হজও করা যাবে।
- যিনি নিজে পূর্বে হজ আদায় করেননি, তাঁর দ্বারা বদলী হজ আদায় করানো প্রসিদ্ধ মতে মাকরুহ।
- বদলী হজকারী হজের যাবতীয় আহকাম বা নিয়ম-কানুন অন্যান্য হাজীদের মতই সম্পাদন করবে।

নামাজ পূর্ণ বা কসর করা:

- হজ-উমরাহকারী যাতায়াত পথে নামাজ কসর করবেন।
- গন্তব্যে পৌছে একই স্থানে ১৫ বা তার বেশি দিন অবস্থানের নিয়ত করলে পূর্ণ নামাজ আর ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত করলে নামাজ কসর করবেন। স্থানীয় ইমামের সাথে জামায়াতে পড়লে ইমামের অনুসরণ করা।
- মিনা ও আরাফায় নামাজ কসর করা অথবা পূর্ণ করা এবং আরাফার তাঁবুতে যোহর ও আসর একত্রে বা পৃথকভাবে আদায় করার বিষয়ে মাযহাব ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষণীয়। এসকল ক্ষেত্রে মতবিরোধে না গিয়ে উপস্থিত ইমাম বা আলেম-ওলামাদের অনুসরণ করাই উত্তম।

তাওয়াফ

তাওয়াফের পরিচয়: তাওয়াফ এর আভিধানিক অর্থ প্রদক্ষিণ করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়াহ্ নির্দেশিত পন্থায় কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে।

তাওয়াফের নিয়ত:

নিয়ত বলতে ব্যক্তি মনে মনে এ ইচ্ছা পোষণ করবে যে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্র ঘর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি। অতএব আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।"

তাওয়াফের নিয়ম:

তাওয়াফের শুরুতে সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ এবং চুম্বন করা সুন্নাত (হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া গুনাহের কাজ)। চুম্বন করা সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদের বরাবর এসে বায়তুল্লাহ'র দিকে ফিরে

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَلِلهِ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ
"

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহলি হামদ্, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ" বলে দুই হাত উঠিয়ে হাজরে আসওয়াদের উপর হাত রাখার মত ইশারা করে হাতে চুমু খেয়ে তাওয়াফ শুরু করা।

কাবা ঘরকে নিজের বাম পাশে রেখে হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা। হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পুনরায় ঘুরে আসলে এক চক্কর পূর্ণ হয়। এভাবে সাতচক্করে একটি তাওয়াফ সম্পন্ন হয়। পুরুষদের তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা অর্থাৎ বীরের মতো হেলে-দুলে চলা সুন্নাত। প্রত্যেক চক্করের শুরুতে **بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرْ**"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলা। তাওয়াফের সময় বায়তুল্লাহ'র দিকে সিনা ঘুরানো এবং ইচ্ছা করে তাকানো মাকরূহ। প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদের মত রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করাও সুন্নাত। তবে স্পর্শ করতে না পারলে এর প্রতি ইশারা করার কোন বিধান নেই।

তাওয়াফের জন্য শরিয়াহ কোনো দোয়া নির্দিষ্ট করেনি, তবে তাওয়াফে আরবিতে বা নিজের মাতৃভাষায় যে কোনো দোয়া, তাকবীর, তাহলীল, দুরুদ-সালাম এবং জিকির করা যাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এ দোয়া করতেন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(অর্থঃ "হে প্রভু! আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন")।

তাওয়াফ শেষ করে দু'রাকাত 'ওয়াজিবুত তাওয়াফ' নামাজ মাকামে ইব্রাহীম এর পেছনে আদায় করা উত্তম। অপারগতা বশতঃ মাতাফ কিংবা মসজিদুল হারামের যেকোনো স্থানে উক্ত নামাজ আদায় করা যাবে। নামাজের নিষিদ্ধ ও মাকরূহ সময়ে এই নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে এরপর কারো সফর থাকলে তিনি পড়তে পারবেন।

তাওয়াফের নামাজ শেষে জমজমের পানি পান করা মুস্তাহাব। জমজমের পানি দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয় ভাবেই পান করা যায়। জমজমের পানি পান করার শুরুতে **বিসমিল্লাহ** বলা সুন্নাত এবং নিচের দোয়া পড়া উত্তম:

اَللهمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিজিক এবং সকল রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থতা কামনা করছি"। **পানি পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা সুন্নাত।**

সা'ঈ প্রসঙ্গ

সা'ঈর নিয়ত:

নিয়ত বলতে মনে মনে এ ইচ্ছা পোষণ করা যে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার অন্যতম নিদর্শন সাফা-মারওয়া সা'ঈ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।"

সা'ঈর নিয়ম:

সাফা পাহাড়ে আরোহনের সময় নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা উত্তম:

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ . (سورة البقرة: 158)

সাফা পাহাড়ে আরোহন করে বাইতুল্লাহ দৃশ্যমান হয় এমন স্থানে দাঁড়িয়ে

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَللهِ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ বলা।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, প্রসংশা মাত্রই আল্লাহর জন্য এবং দুরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসুলের প্রতি।

অত:পর নিচের দোয়া পাঠ করা-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। যাবতীয় রাজত্ব ও প্রসংশার তিনিই অধিপতি এবং তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে বিজয়ী করেছেন এবং শত্রু বাহিনীকে একাই পরাভূত করেছেন।

অতঃপর দুই হাত উঠিয়ে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতির সাথে নিজের এবং বিশ্ব মুসলিমের জন্য দোয়া করা। বিশেষ করে হজ, ওমরাহসহ যাবতীয় আমল কবুলের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা।

সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ স্থানটি পুরুষগণের মধ্যম গতিতে দৌড়ে অতিক্রম করা এবং সে সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করা উত্তম-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ؛ إِنَّكَ أَنتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ

(অর্থ: হে প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন। আপনি পরাক্রমশালী এবং পরম দাতা)। সাফা থেকে মারওয়ায় পৌঁছালে এক চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফায় পৌঁছালে আরেক চক্কর পূর্ণ হয়। সা'ঈতে এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করা ওয়াজিব।

হারাম শরীফে আমলের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা:
শরিয়াহ সম্মত পর্দা রক্ষা করা, আতর-সুগন্ধি ব্যবহার না করা, মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানেই নামায আদায় করা এবং কোনভাবেই পুরুষদের কাতারে নামাজে না দাঁড়ানো।

মক্কা-আল মুকাররামায় দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান:

- মাতাফ-তাওয়াফের জায়গা।
- মুলতাযাম-কা'বা ঘরের দরজা।
- হাতীমে কা'বা।
- বায়তুল্লাহ শরীফের ভিতরে।
- যমযম কুপের নিকটে ।
- মাকামে ইবরাহীমের পিছনে।
- কা'বা শরীফের ওপর যখন প্রথম দৃষ্টি পড়ে।
- রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান।
- আরাফাতের ময়দান।
- মুযদালিফার ময়দান।
- মসজিদে খায়েফ ও মিনার ময়দান।
- কংকর মারার স্থানে (১ম ও ২য় জামারায়)।

মক্কা শরীফের দর্শনীয় স্থানসমূহ:

মাসজিদুল খাইফ: মিনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মসজিদুল খায়েফ। বিদায় হজের সময় মহানবী (সা:) মিনার এ স্থানে অবস্থান করেছিলেন এবং ৭০ জন নবী এ মসজিদে নামাজ আদায় করেছেন মর্মে বর্ণনা রয়েছে।

মাসজিদুন নামিরাহ: আরাফাহ ময়দানের দক্ষিণ দিকে এই মসজিদটি অবস্থিত। বিদায় হজের সময় আরাফার দিনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ স্থানে নামাজের ইমামতি করেছিলেন। পরবর্তীতে এখানে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়।

আরাফাহ ময়দান: ৯ যিলহজ বা ইয়াওমুল আরাফায় হাজীগণের এখানে উপস্থিত হওয়া ফরয। এই ময়দানে হযরত আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:) এর সাক্ষাত ঘটে। এখানে অবস্থিত মসজিদে নামিরাহ হতে হজের খুতবা দেওয়া হয়।

জাবালুর রহমাহ: আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত এ পাহাড় হতে নবীজি হযরত মুহাম্মদ (সা:) বিদায় হজের খুতবা দিয়েছিলেন।

জাবালুন নূর ও হেরা গুহা: মক্কায় অবস্থিত জাবালে নূর নামক পাহাড়ের হেরা গুহায় হযরত মুহাম্মদ (সা:) এবাদতে মশগুল থাকতেন। এখানে অবস্থানের সময় তাঁর ওপর প্রথম ওহী নাজিল হয়।

মিনা: কাবাঘর হতে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে মিনার ময়দান অবস্থিত। এখানে রয়েছে মসজিদুল খায়েফ ও ৩টি জামারাহ। হযরত ইবরাহিম (আ:) তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ:)-কে কুরবানির জন্য এখানে নিয়ে এসেছিলেন।

মুযদালিফা: আরাফাতের ময়দানে উকুফ শেষে এই ময়দানে ১০ যিলহজ রাত্রিযাপন হাজিগণের জন্য ওয়াজিব। মহানবী (সা:) এখানে মাগরিব ও এশার নামাজ একই সাথে আদায় করেছেন।

জান্নাতুল মুয়াল্লাহ: জান্নাতুল মুয়াল্লাহ মক্কার প্রাচীনতম কবরস্থান। এখানে আম্মাজান হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা:) এর কবর রয়েছে।

মদীনা আল মুনাওয়ারাহ

মাসজিদুন নববী: এটি মদীনা শরীফের প্রধান মসজিদ। নবী করীম (সা:) নিজে সাহাবীদের নিয়ে এ মসজিদ তৈরি করেছিলেন। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আম্মাজান আয়েশা (রা:) এর ঘরে রাসূল (সা:) শায়িত আছেন। হযরত

আবু বকর সিদ্দিক (রা:) পাশে এবং হযরত ওমর (রা:)ও নবীজির পায়ের দিকে শায়িত আছেন। মসজিদে নববীকে মদীনার হারামও বলা হয়। বিশেষ বরকতময় স্থান রওজাতুম মির রিয়াজিল জান্নাহ এ মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থিত। মদীনা শরীফে অবস্থানকালে অধিক পরিমাণে দুরুদ শরীফ পড়ার চেষ্টা করা উচিত।

মসজিদে নববীতে প্রবেশের দু'আ:

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ
وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ: "আল্লাহর নামে (এ মসজিদে প্রবেশ করছি) এবং অসংখ্য দরুদ ও অপরিমিত সালাম আল্লাহর রাসূলের প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ আমার গুনাসমূহ মা'ফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।"

রওজা মোবারকে সালাম পেশ: 'বাবুস সালাম' নামক গেট দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম। রাসুলুল্লাহ (সা:)- এর অপরিসীম সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা অন্তরে ধারণ করে নিম্নোক্ত শব্দে সালাম পেশ করা:

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.

উচ্চারণ: আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।)

অথবা নিচের যেকোনো বাক্যেও সালাম পেশ করা যাবে-

- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালিন
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন।

তারপর একটু ডানে সরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:)-এর উদ্দেশ্যে এভাবে সালাম পেশ করা:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকা ইয়া খালিফাতা রাসুলিল্লাহি আবা বাকরিনিস সিদ্দীক।

আরো একটু ডানে সরে গিয়ে হযরত ওমর রা.-এর উদ্দেশ্যে এভাবে সালাম পেশ করা:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقَ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীনা উমারাল ফারুক।

মদীনার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান:

মাসজিদু কুবা : হযরত মুহাম্মদ (সা:) মদীনায় আগমনের পথে কুবা নামক স্থানে এসে ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং এখানে মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি নবীজির হাতে নির্মিত প্রথম মসজিদ। আল কোরআনের সূরা তাওবাহ এর ১০৮ নং আয়াতে এ মসজিদের আলোচনা রয়েছে। এ মসজিদে নামাজ আদায়ের ফজিলত প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, 'মসজিদে কুবায় দুই রাকয়াত নামাজ একটি ওমরাহর সমান' (তিরমিজি ৩২৪)।

মাসজিদুল কিবলাতাইন: এ মসজিদে নামাজরত অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা আসে বিধায় এটি মাসজিদুল কিবলাতাইন অর্থাৎ দুই কিবলা বিশিষ্ট মসজিদ নামে পরিচিত।

মাসজিদুল জুমুয়াহ: হিজরতের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সালেম গোত্রের মহল্লায় পৌছালে জুমুয়াহর নামাজের ওয়াক্ত হওয়ায় নবিজী (সা:) সেখানে প্রথম জুমুয়াহ'র নামাজ কায়েম করেন। পরবর্তীতে উক্ত মসজিদটি নির্মিত হয়।

মাসজিদুল গামামাহ: গামামাহ শব্দের অর্থ মেঘখন্ড। রাসুলুল্লাহ (সা:) এ স্থানে ঈদের সালাত পড়ানোর সময় একখন্ড মেঘ এসে নবিজীকে ছায়া দিতো। পরবর্তীতে এ স্থানে মসজিদটি নির্মিত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা:) মাঝে মাঝে বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজও এ মসজিদে আদায় করেছেন।

মাসজিদুল মিকাত: মদিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে মসজিদটি অবস্থিত। মদিনাবাসীদের মিকাত জুলহুলাইফায় উক্ত মসজিদটি অবস্থিত বিধায় এটিকে 'মসজিদে মিকাত' বলা হয়।

ওহুদ যুদ্ধের ময়দান: ইসলামের ইতিহাসে বহুল আলোচিত যুদ্ধের ময়দান। তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে নবিজী (সা:) এর প্রিয় চাচা হামজা (রা:) সহ ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন এবং এ যুদ্ধে নবিজীর দান্দান মোবারকও শহীদ হয়।

জান্নাতুল বাকী: মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব পাশে জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থান অবস্থিত। এখানে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা:), হযরত ফাতিমা (রা:), আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা:) এবং সাহাবায়ে কেরামের কবরসহ বহুসংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ীর কবরও সেখানে রয়েছে।

কবর যিয়ারতের দোয়া:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন।

২২.০৬.২০২৬

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
উপসচিব
ও
সদস্য সচিব
হজ ও উমরাহ সহায়িকা প্রস্তুত কমিটি
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা